بسم الله الرحمن الرحيم

ফ্রান্সের ট্রি সাতো-তে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ অক্টোবর, ২০১৯ মোতাবেক ০৪ ইখা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ আপনাদের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসাকে খাঁটি ধর্মীয় সম্মেলন আখ্যা দিয়েছেন। তাই এই জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের কাছে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ধর্মীয়, জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আজ আমরা এখানে একত্র হয়েছি। আমাদের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে কীভাবে আরো উন্নত করতে পারি সেই চেতনা ও চিন্তা নিয়েই এখানে তিনদিন একসাথে অতিবাহিত করব। যদি এই চিন্তাধারা না থাকে তাহলে এখানে আসা নিরর্থক। বর্তমান যুগে, যখন কিনা জগদ্বাসী আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে বসছে, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী নিজের ধর্মের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করছে, প্রতি বছর যে পরিসংখ্যান সামনে আসে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রতি বছর মানুষের একটি বড় সংখ্যা ঘোষণা দেয় যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। এমনকি মুসলমানদের বাস্তব বা বাহ্যিক অবস্থাও আমাদেরকে এ বার্তাই প্রদান করে যে, তারা কেবল নামে মুসলমান বাস্তবে জগৎপূজাই তাদের মনমস্তিকে ছেয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা যারা দাবি করি যে, আমরা যুগ-ইমামকে মেনেছি, তাঁকে গ্রহণ করেছি যাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে ধর্ম-সংস্কারের জন্য পাঠিয়েছেন এবং আমরা এখন এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরাও সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মিশনকে বাস্তবায়ন করব, আমরাও যদি নিজেদের অবস্থা শুধরানোর প্রতি মনোযোগ না দেই, আমাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করা কেবল এক অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক ঘোষণা হয়ে থাকে, আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার কেবল নামমাত্র বয়াতের অঙ্গীকার হয়ে থাকে যা আমরা পূর্ণ করছি না, আমাদের এখানে জলসায় একত্রিত হওয়া জাগতিক এক মেলায় একত্রিত হওয়ার মতো হয়ে থাকে– তাহলে প্রত্যেক আহমদীর জন্য সত্যিই এটি গভীর চিন্তার বিষয়। এক গভীর সচেতনতার সাথে আত্মবিশ্লেষণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন কেননা চিন্তাধারা যদি এমনই হয়ে থকে তাহলে সবকিছু বৃথা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসা প্রবর্তনের যেসব উদ্দেশ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন, আমরা যদি সেগুলোকে দৃষ্টিপটে রেখে আত্মবিশ্লেষণ করি তাহলে কেবল এই তিন দিনের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবো না বরং জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেসব দোয়া করে গেছেন সেগুলোরও ভাগী হতে পারব, সেগুলোকে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নিজেদের ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিত করতে পারব, অধিকন্তু কেবল আমাদের ব্যবহারিক অবস্থারই পরিবর্তন হবে না বরং আমাদের পুণ্যকর্মের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা আর তাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করে তাদেরকেও খোদা তা'লার কৃপাবারি অর্জনকারী বানাতে পারব। জগদ্বাসী যেখানে খোদা

তা'লা এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম খোদা তা'লার নৈকট্যভাজনে পরিণত হবে আর জগদ্বাসীকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করার কারণ হবে।

অতএব আমাদের যদি নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হয়, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে জলসা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যাবলীকে নিজেদের সম্মুখে রাখতে হবে। এই তিনটি দিন এই অঙ্গীকারের সাথে অতিবাহিত করা আবশ্যক যে, এগুলো এখন থেকে সর্বদা আমাদের জীবনের অংশ হয়ে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্যাবলী তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, **"জলসায় যোগদানকারীদের হৃদয়ে যেন পরকালের চিন্তা থাকে।"** এজন্য জলসার আয়োজন করা হচ্ছে, যেন এখানে এই পরিবেশে অবস্থান করে তারা নিজেদের পরকালের চিন্তা করে, তাদের মাঝে খোদা তা'লার ভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি হয়, নম্রতা সৃষ্টি হয়, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের আবহ সৃষ্টি হয়, নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়, তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্মসেবায় সক্রিয় হয়। অতএব, এটি হলো আজ আমাদের এখানে সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্য।

তাঁর অনুসারী আবালবৃদ্ধবনিতা সবার তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পরকাল সম্পর্কে এতটা সচেতন হওয়া উচিত যেন এর বিপরীতে জাগতিক বিষয়াদির কোন মূল্যই না থাকে। এই বস্তুজগতে বাস করে এটি অনেক বড় একটি কাজ এবং অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ যা পূর্ণ করার জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনা করা প্রয়োজন। পরকালের চিন্তা তখনই হতে পারে যদি খোদা তা'লার অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং এ কথায় বিশ্বাস থাকে যে, এ জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত; কেউ বড়জোর আশি বছর জীবিত থাকে বা নব্বই বছর জীবিত থাকে অথবা শত বছর পর্যন্তই জীবিত থাকে। কিন্তু এতটা সময়ও সবাই লাভ করে না, অনেকেই এমন আছে যারা এর অনেক পূর্বেই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, এরপর রয়েছে পরকালের জীবন যা চিরস্থায়ী। কাজেই বুদ্ধিমান মানুষ সে, যে সাময়িক বা অস্থায়ী জিনিসকে স্থায়ী জিনিসের জন্য ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাস্তবে যা হয় তা হলো আমরা এই সাময়িক জিনিস বা অস্থায়ী জীবনের জন্য স্থায়ী জীবনকে জলাঞ্জলি দেই। তা সত্ত্বেও জগৎপূজারী মানুষেরা নিজেদেরকে অনেক বড় ও বুদ্ধিমান মনে করে। কিন্তু একজন মু'মিন এর বিপরীত কাজ করে এবং করা উচিত; কেবল তবেই সে মু'মিন আখ্যায়িত হতে পারে। যখন সে নিজ হৃদয়ে খোদা তা'লার ভয় রাখে এবং আল্লাহ্ তা'লার ভীতি তার হৃদয়ে বিরাজ করে, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা জাগতিক সমস্ত ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতি এজন্য থাকে না যে, মৃত্যুর পরের জীবনে শাস্তি পাব বরং এই জন্য যে, আমার প্রিয় খোদা কোথাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান। আর এরূপ ভালোবাসার প্রেরণা যদি থাকে তবেই মানুষ খোদা তা'লার নির্দেশের ওপর আমল করারও চেষ্টা করে। এই পৃথিবীতে মানুষের প্রতিটি কাজ পরকালকে দৃষ্টিপটে রেখে হয়ে থাকে। তার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আমার খোদা-ই আমার লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন। আমার খোদা-ই আমাকে নিজ অনুগ্রহরাজিতে ধন্য করেন। এর মধ্যে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার অনুগ্রহ অন্তর্ভুক্ত। আমি যদি তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে থাকি, সেই খোদাকেই সমস্ত শক্তির আধার জ্ঞান করে তাঁর সামনে বিনত হতে থাকি, তাহলে তাঁর অনুগ্রহরাজি থেকে অংশ লাভ করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্। আমি যদি তাঁর প্রদত্ত আদেশ এবং নিষেধ অনুযায়ী জীবন-ধারণ করতে থাকি তবে তাঁর কৃপার উত্তরাধিকারী হতে থাকব। যদি আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণ আনুগত্য করে ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁর ও তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদান করতে থাকি তাহলে

তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। অতএব এই চিন্তা এবং সে অনুযায়ী কর্মই নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর পুরষ্কার ও কৃপায় ধন্য করবে। যারা এই ধ্যানধারণা রাখে তারাই সে সমস্ত লোক যাদেরকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত নির্দেশের উপর আমল করে, যাদের হৃদয় কোমল হবে এবং হয়ে থাকে, কেননা প্রতিটি মুহূর্তে তাদের হৃদয়ে খোদা বাস করেন। এরাই তারা যাদের খোদা তা'লার খাতিরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার প্রেরণা থাকে। অর্থাৎ, তাদের ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ব্যক্তিস্বার্থে নয়, বরং শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'লার জন্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তাকওয়াশীল বা খোদাভীরু ব্যক্তিদের মাঝেই বিনয় সৃষ্টি হয়। আর বিনয়ভাবের প্রকাশ শুধুমাত্র মর্যাদা এবং সম্পদের দিক থেকে তার চেয়ে যে বড় তার সাথেই হয় না, কেবল তাদের সামনেই বিনয় প্রদর্শন করে না যারা মর্যাদায় বড় এবং জগৎপূজারী, বরং দরিদ্র ও মিসকীনদের প্রতিও বিনয়ভাব প্রকাশ করে থাকে। এরাই সেসব লোক যারা সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তারা জানে যে, সহজ-সরল কথা-ই খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় আর মিথ্যা শির্কের দিকে নিয়ে যায়। পরকাল সম্পর্কে চিন্তা থাকলে, খোদা তা'লার ভয় থাকলে ও তাকওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত থাকলে, তখন এক ব্যক্তি মু'মিন হওয়ার দাবি করে কিভাবে মিথ্যা বলতে পারে? এসব বিষয় যারা অর্জন করেন এবং পুণ্যের প্রকৃত তাৎপর্যকে যারা অনুধাবন করেন, তারাই প্রকৃত অর্থে ধর্মসেবায় সক্রিয় হয়ে থাকেন। নতুবা বাহ্যত এই যে সেবা– এটিও কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাই, মুসলমানদের মাঝে শত-শত এমন আলেম রয়েছে যারা ধর্মের নামে বাহ্যত খুবই সক্রিয়, অথচ ভেতরে ভেতরে ধর্মের নামে অন্যায় করছে, যাদের মাঝে তাকওয়ার অভাব রয়েছে, যাদের মাঝে খোদাভীতি নেই, যাদের কাছে পরকালের চেয়ে পার্থিব স্বার্থ অধিক প্রিয়, কেবল মুখে খোদা ও পরকালের বুলি আওড়ায়।

সুতরাং এসব বিষয়ের সত্যিকার প্রাণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চান; এরই প্রয়োজন রয়েছে, কেবল খোলস যেন হয়, বরং প্রাণ থাকে, সারবস্তু বলতে যেন কিছু থাকে। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, আমরা কি এই উদ্দেশ্য নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করছি এবং নিজেদের ভেতর এসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এক ব্যাকুলতা রাখি? যদি মানবীয় দুর্বলতার কারণে অতীতে এসব বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ঔদাসীন্য প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে কি আমরা এক নতুন উদ্যমের সাথে সেসব পুণ্য করা এবং সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে প্রস্তুত এবং তা করব? আজ আমরা কি এই অঙ্গীকার করছি যে, আমরা ইহকালের চেয়ে বেশি পরকালের চিন্তা করব? আমরা কি খোদার ভয় এবং খোদাভীতি ও তাঁর ভালোবাসাকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিব? আমরা কি তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করব? আমরা কি নিজেদের হৃদয়ে অন্যদের জন্য নম্রতা সৃষ্টি করব? আমরা কি পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বকে এতটা বৃদ্ধি করব যেন এই ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব এক (অনুকরণীয়) দৃষ্টান্তে পরিণত হয়? বিনয় ও নম্রতায় আমরা কি অগ্রগামী হব? সত্য বলা এবং সহজ-সরল কথন কি আমাদের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে? যেন প্রত্যেক ব্যক্তি বলতে পারে যে, আহমদীরা সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সত্য বলে আর এর জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষয়ক্ষতিও মাথা পেতে নেয়। ধর্মের কাজে এতটা সক্রিয় হবো কি যা হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ? আর এর জন্য পূর্বের তুলনায় আরো বেশি খোদা

তা'লার ধর্মের বাণীকে নিজেদের গণ্ডিতে সবার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব, তাদেরকে অবহিত করব যে, প্রকৃত ইসলাম কী? আমরা যদি নিজেদের এই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হই, আমাদের জীবন যদি সে অনুযায়ী অতিবাহিত করতে থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বয়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছি।

অতএব আসুন আজ আমরা এসব বিষয় অর্জনের জন্য নিজেদের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করি। পরকালের চিন্তা এবং খোদাভীতি যার মাঝে থাকে সে সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয়। এদিকে লক্ষ্য রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার জীবনের কি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা যারিয়াত: ৫৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর অনুবাদ এভাবে করেছেন যে, আমি জিন্ন ও মানবকে এ কারণে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমাকে চিনতে পারে এবং আমার ইবাদত করে। তিনি বলেন, অতএব এই আয়াত অনুযায়ী মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো খোদা তা'লার ইবাদত, খোদা তা'লা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান এবং খোদা তা'লার হয়ে যাওয়া। তিনি বলেন, এটি জানা কথা যে, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নিজেই নির্ধারণ করার পদমর্যাদা মানুষের নেই। যদিও মানুষ নিজেই তা ঠিক করে ফেলে কিন্তু আসলে তার এ অধিকার নেই, কেননা মানুষ নিজের ইচ্ছাতে আসেও না আর নিজের ইচ্ছায় ফিরেও যাবে না, বরং সে এক সৃষ্টি মাত্র। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল জীবের মাঝে উন্নত ও মহান শক্তিবৃত্তি তাকে দান করেছেন, তিনি তার জীবনের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, কোন মানুষ তা অনুধাবন করুক বা না করুক। তিনি বলেন, কিন্তু মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা, তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া। অতএব এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদত করার যে রীতি শিখিয়েছেন তা কী? তা হলো, নামায কায়েম করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (সূরা নিসা: ১০৪)

অর্থাৎ, নিশ্চয় সময়মতো নামায পড়া মু'মিনদের জন্য আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'নামাযে মওকুতা'** অর্থাৎ সময়মত নামায পড়ার বিষয়টি আমার কাছে অনেক প্রিয়। এই বিষয়টি এমন যা আমার খুব পছন্দের এবং প্রিয়; অর্থাৎ সময়মত নামায পড়া আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা যা দেখি তা হলো, সামান্য সামান্য বিষয়ে সময়মত নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, বরং সময়মত নামায পড়া তো দূরে থাক, কেউ কেউ নামাযই পড়ে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে অলসতার কারণে তিন কিংবা চার বেলার নামায আদায় করে। অথচ নামাযের সুরক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ (সূরা বাকারা: ২৩৯)

অর্থাৎ, নামাযের, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দাও। কিন্তু ব্যবসাবানিজ্য ও চাকরির কারণে আমাদের কেউ কেউ যোহর-আসরের নামায বাদ দিয়ে দেয়। টেলিভিশনের প্রোগ্রাম অথবা সন্ধ্যায় নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে মাগরিব ও ইশার নামায বাদ পড়ে। ঘুমের অজুহাত দিয়ে ফজর নামায পরিত্যাগ করে। অতএব আমাদের প্রত্যেকের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে চলছি? জামা'তের বিশেষ প্রোগ্রামসমূহ এবং রমজান মাসে বাজামা'ত নামায পড়ে আমরা

মনে করি যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনেছি, বছরের অবশিষ্ট অংশে এর উপর নিয়মিত প্রতিষ্ঠিত থাকলাম কি না থাকলাম, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু শুনে রাখুন এবং এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিন যে, নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) কী বলেছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (সূরা তওবা: ১৯)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লার মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে। মহানবী (সা.) বলেন, যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে ইবাদতের জন্য যাতায়াত করতে দেখবে তখন তোমরা তার মু'মিন হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দাও। তিনি বলেন, তা এজন্য কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে তারাই আবাদ করে যারা খোদা এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। বাহ্যত আমরা সবাই ঈমান আনয়নকারী হওয়ার দাবি করি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কাছে মু'মিন হলো তারা যারা আল্লাহ্র ঘরকে আবাদ রাখে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা ও পরকালের প্রতি তাদের ঈমান থাকে। এখানে এটিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কেবলমাত্র মসজিদে আগমন করাই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের প্রতি ঈমানের সাথে আসা আবশ্যক। আর যার মাঝে এই চিন্তা-চেতনা থাকবে তার হৃদয়ে খোদাভীতিও থাকবে। সে মসজিদে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। সে সেসব নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যাদের নামায তাদের ধ্বংসের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে এমন নামাযীরা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টিকে আমন্ত্রণ জানায়। না, বরং তারা প্রকৃত তাকওয়াশীল, যাদের মাঝে এই চিন্তা-চেতনা রয়েছে যে, পরকালের কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং খোদাভীতি হৃদয়ে লালন করতে হবে। তাদের মন নরম হয়ে থাকে। তাদের মাঝে ভালোবাসা, প্রেম এবং ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে থাকে। তাদের মাঝে বিনয় থাকে। তারা সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রচার করে। তাদের মসজিদগুলো ভীতিকর জায়গা ও নৈরাজ্যস্থল হয় না। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কেবল সেই মসজিদে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপর রাখা হয়েছে, যা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ নয়। অতএব যারা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মসজিদসমূহ আবাদ করে তারা আল্লাহ্র অধিকারও প্রদান করে আর সৃষ্টির প্রাপ্যও প্রদান করে। এমন লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে হিসাব গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে ফিরিশতাদের বলবেন, আমার বান্দার নামাযের প্রতি দেখ। অর্থাৎ প্রথম বিষয় হিসেবে এটি দেখ যে, বান্দা নামায পড়তো কিনা। যাদের নামায পরিপূর্ণ হবে, যাদের আমলনামায় নামাযের পরিপূর্ণ হিসাব থাকবে, তাদের হিসাব তো পরিষ্কার, কিন্তু যাদের নামাযের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফরয নামাযের ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাবে, তাদের সম্পর্কে তিনি বলবেন, নফল ইবাদতের প্রতি দেখ যে, তা কেমন ছিল। যদি ফরযে কোন ঘাটতি থেকে যায় তাহলে তা নফল দ্বারা পূর্ণ করে দাও। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যে এখানে আমার বান্দা বলেছেন তা এই জন্য যে, এরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত-বন্দেগীতে সচেষ্ট ছিল এবং তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু মানবীয় দুর্বলতার কারণে ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে যায় বা কিছু এমন পরিস্থিতির অবতারণা হয় যখন তাকে ক্ষমা করা এবং নিজ বান্দার পুণ্যের পাল্লাকে ভারি করার জন্য স্বীয় কৃপা এবং মাগফিরাতপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা

নফল সমূহকে ফরযের অন্তর্ভুক্ত করে ফরযকে পূর্ণ করেন। লক্ষ্য করুন, নফল আদায়কারীও তারাই হবে যাদের মাঝে প্রকৃত অর্থেই খোদাভীতি রয়েছে। নফল এমন বিষয় নয় যা প্রকাশ্যে আদায় করা হয়, বরং এটি গোপনে আদায় করা হয়, একাকীত্বে আদায় করা হয়। এই পুণ্য সে-ই করে থাকে যার মধ্যে খোদাভীতি রয়েছে। এরাই সেই সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা 'আমার বান্দা' আখ্যায়িত করেছেন। এই বান্দাদেরও ভুল হয়ে থাকে, কিন্তু এই ভুল স্থায়ী হয় না, তারা সেসব ভুল সংশোধনের চেষ্টা করে থাকে। অতএব এই হলো আল্লাহ তা'লার দয়া বা রহমত। একদিকে তিনি এই কথা বলে দিয়েছেন যে, নামায কোন সাধারণ বিষয় নয়। এর হিসাব হবে সর্বাগ্রে, এজন্য তা আদায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখ। কিন্তু একই সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, যদি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমার দাসত্ব ও ইবাদতের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা কর তাহলে যে নফল তোমরা আদায় কর তার প্রতিদান ফরযের সমান হবে এবং আমি তোমাদেরকে ক্ষমার চাঁদরে আবৃত করব।

সুতরাং এটি যেখানে সু-সংবাদ এবং যেখানে ক্ষমার প্রতি আশা জাগানো হয়েছে, সেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারিকে আকর্ষণ করার জন্য নফল আদায়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অতএব মু'মিন সে যে হৃদয়ে খোদাভীতি লালন করে তাঁর কৃপাবারি লাভের জন্য নিজ ফরয আদায়ের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পাশাপাশি নফল আদায়ের প্রতিও দৃষ্টি দিয়ে থাকে যেন তার ফরযের ঘাটতি দূর হতে থাকে। সুতরাং এরাই সেই সমস্ত লোক যারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ভয় রাখে এবং তাকওয়ার পথে বিচরণকারী। এই তাকওয়ার কারণেই অন্যান্য পুণ্য কর্ম করার প্রতিও তাদের দৃষ্টি থাকে। তাদের হৃদয় পরস্পরের জন্য কোমল হয়ে থাকে, একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে পরস্পরকে ক্ষমা করার প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকে। আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভের জন্য তারা পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করে থাকে। তাদের হৃদয়ে বিনয় সৃষ্টি হয়। পরস্পরের জন্য ত্যাগের প্রেরণা জাগে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, আমাদের মধ্যে কি এই বিষয়গুলো রয়েছে? প্রকৃত ইবাদতকারী সকল প্রকার পুণ্য করার চেষ্টা করে। যদি কারো মাঝে নিজ ভাইয়ের জন্য ভালোবাসার অনুভূতি না থাকে তাহলে তার মাঝে প্রকৃত তাকওয়া নেই। যার মন কোমল নয় তারও ভাবা উচিত। যার ঘরে তার স্ত্রী-সন্তান তার প্রতি বিরক্ত সে-ও তাকওয়া শূন্য। যেসব স্ত্রী নিজ স্বামী এবং সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে না এবং অন্যায্য দাবিদাওয়া উপস্থাপন করে তাদের মনও তাকওয়া শূন্য। অতএব পরস্পরিক সম্পর্কের গণ্ডিতে যারা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ভালোবাসা এবং নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করে তারাই প্রকৃত তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, কোথায় সেসব লোক, যারা আমার প্রতাপ এবং মাহাত্ম্যের জন্য একে অপরকে ভালোবাসতো? আর আজ কিয়ামত দিবসে যখনকিনা আমার ছায়া-ভিন্ন অন্য কোন ছায়া নেই, আমি নিজ অনুগ্রহের ছায়ায় তাদেরকে স্থান দিব। সুতরাং যারা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার চেতনা রাখে; তারাই আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাকে আকর্ষণকারী। অথবা অন্যভাবে এটি বলা যায় যে, যারা এমন করে না তারা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির শিকারও হতে পারে। অতএব, এ স্পৃহা আমাদের প্রত্যেকের নিজের মাঝে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আমরা এই স্লোগান দেই যে, 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। প্রথমে নিজেদের ঘরে এবং নিজেদের সমাজে এর বহিঃপ্রকাশ করা উচিত, যেন পৃথিবীবাসীদের প্রকৃতরূপে এ সংবাদ পৌঁছাতে

পারি। এছাড়া এটি এমন একটি কাজ যাতে সামান্য চেষ্টাতেই এবং বড় ধরনের কোন চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ছায়ায় স্থান লাভকারী হতে পারি। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময়ে সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভালোবাসা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্বকে বৃদ্ধির জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছেন সেগুলোর ব্যাপারে একস্থানে তিনি বলেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর অত্যাচার করে না আর তাকে একা ও নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের অভাব মোচনে রত থাকে, তার চাহিদা পূর্ণ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ দূর করে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন তার বিপদাবলীর মধ্য থেকে একটি বিপদ কমিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কারো দোষত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্নভাবে আমাদের প্রতি স্বীয় অনুকম্পা ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন এবং আমাদের ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করেন। মানুষ নিজেই স্বীয় অযোগ্যতা, আমিত্ব ও হটকারিতার কারণে আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করতে থাকে।

অতএব, ভীষণ ভয়ের ব্যাপার এবং অনেক চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। এ দিনগুলোতে, যখনকিনা আমাদের আবেগ-অনুভূতি পুণ্যমুখী, আমরা এ অনুপ্রেরণা নিয়ে এখানে এসেছি যে, এক জলসায় অংশগ্রহণ করব যেখানে পূণ্যের কথা শুনব; তাই আত্মবিশ্লেষণ করুন এবং আত্মবিশ্লেষণ করে স্বীয় ইবাদতের পাশাপাশি বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি দিন। হৃদয়ের কোমলতা, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং বিনয়ের বাস্তবতাকে চেনার চেষ্টা করুন। আর এটি আমাদের জন্য এদিক থেকেও আবশ্যক কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তাতে শির্ক মুক্ত থাকা, নামায আদায় করা, ফরয ও নফল নামায আদায়ের পাশাপাশি বয়আতের এ অঙ্গীকারও করেছি যে, আমরা মোটের ওপর আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকে এবং বিশেষত কোন মুসলমানকে নিজ উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কোন প্রকার কষ্ট দিব না। শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় বা কেবল জামা'তের সদস্যদের জন্যই নয়, ঠিক আছে, নিজ ঘর থেকে আরম্ভ করুন, নিজেদের মাঝেও এমনটিই হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের জন্য, সমগ্র সৃষ্টজীবের জন্য তথা সবার জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রেম ও ভালোবাসার বিশেষ আবেগ বা প্রেরণ থাকা উচিত। প্রবৃত্তির তাড়না থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে। যাদের অধীনে কেউ কাজ করে তাদের উচিত নিজ অধীনস্তদের সাথেও উত্তম ব্যবহার করা। তাদের সাথে আমাদের আচরণ এমন হওয়া উচিৎ যেন কেউ আমাদের আচরণ বা পুণ্যকে পরীক্ষা করতে চাইলে পরীক্ষা করে নিতে পারে। এটাও দেখা আবশ্যক যে, এসবের মান সে অনুযায়ী কিনা যা আমরা বলি এবং আমরা কথা অনুযায়ী আমল করছি কিনা। যদি মান এমন হয়ে থাকে আর মানুষ যখন আমাদেরকে পরীক্ষা করে তখন যদি বলতে পারে যে, এরা আসলেই এমন; তখনই আমরা বলতে পারি যে, আমরা প্রকৃত মু'মিন এবং আমরা বয়আতের দায়িত্ব পালন করছি। আমরা যে বয়আত করি তাতে আরেকটি শর্ত হলো, অহংকারকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে বিনয় এবং দীনতার সাথে জীবন যাপন করব। এই বিনয় এবং দীনতাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেবল জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝেই অন্তর্ভুক্ত করেন নি বরং আমরা তাঁর কাছে বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছি সেখানে এই অঙ্গীকারও রয়েছে যে, আমি বিনয় এবং দীনতার মাঝে জীবন যাপন করবো। সুতরাং এই অঙ্গীকার রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আর এটিই সত্যের পানে প্রথম পদক্ষেপ যে, আমরা বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছি

তা রক্ষা করতে হবে। তাই বয়আতের শর্তগুলোও প্রতিনিয়ত পাঠ করা উচিত। সেগুলো পাঠ করুন এবং দেখুন যে, আমরা কি আসলেই সেগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি এবং সে অনুযায়ী আমাদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করছি? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে জগদ্বাসীর সংশোধনের যে দাবি আমরা করি তা ভুল। তার পূর্বে আমাদের নিজেদের সংশোধন করা উচিত। নতুবা আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হব যারা বলে এক আর করে আরেক। আর আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের অপছন্দ করেছেন। আমাদের কর্ম আমাদের সত্যবাদী প্রমাণ করার পরিবর্তে আমাদের মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবে। আর যখন কথা ও কাজে এরূপ বৈপরিত্ব থাকবে তখন ধর্ম সেবার দাবি এবং তার জন্য যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা আমরা করে থাকি তা সব ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্য, তাঁর দাবিও সত্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সফলতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নিষ্ঠাবানদের জামা'ত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু আমাদের অবস্থা যদি এমন না হয় তাহলে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হব না যারা তাঁর জামা'তের সাহায্যকারী হবে। সুতরাং বয়আতের কল্যাণরাজি অর্জনের জন্য নিজেদের অবস্থাকে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তিনি জলসার যেসব উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে জলসার এই তিন দিন এই বিষয়ের প্রতি চিন্তা করার সুযোগ আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে। এই দিনগুলোতে বৃথা কথা-বার্তায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে আমাদের সবার আত্মবিশ্লেষণ করে দোয়া, ইস্তেগফার ও দরূদের দিকে মনযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। কেবল তখনই আমরা এই জলসা থেকে সত্যিকার অর্থে লাভবান হতে পারব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আমার পুরো জামা'ত এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশকে যেন মনোযোগ সহকারে শোনে যে, যারা এই জামা'তে প্রবেশ করে আমার সাথে ভালবাসা ও শিষ্যত্বের সম্পর্ক রাখে, এর উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন নেক আচার-আচরণ, সৌভাগ্য এবং তাকওয়ার উন্নত মানে উপনীত হয়। আর কোন নৈরাজ্য, দুষ্টামি ও অসদাচরণ যেন তাদের কাছে ভিড়তে না পারে; এটি হলো তাকওয়ার মানদণ্ড। কোন ধরনের মন্দ বিষয় যেন তাদের মাঝে না থাকে। তিনি আরো বলেন, তারা যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামা'ত আদায়কারী হয়, মিথ্যা না বলে, মুখের কথায় কাউকে কষ্ট না দেয়, কোন ধরনের অপকর্মে যেন লিপ্ত না হয়, আর কোন দুষ্কৃতি, অন্যায়, নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলার চিন্তাও যেন তাদের মাথায় না আনে। এক কথায় সকল প্রকার পাপ, অপকর্ম, অর্থাৎ সকল প্রকার গুনাহ এবং অপরাধ, আর অকরণীয়, অকথ্য এবং প্রবৃত্তির সকল কামনা-বাসনা ও অপকর্ম থেকে যেন বিরত থাকে। অর্থাৎ সকল প্রকার মন্দকর্ম ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা যেন পরিহার করে এবং আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রচিত্ত, নিরীহ এবং বিনয়ী বান্দা হয়ে যায়। যেন এমন মানুষ হয়ে যায়, যাদের হৃদয় পবিত্র, যাদের হাতে কখনো কোন মন্দকর্ম সাধিত হয় না এবং সর্বদা নম্র স্বভাবের হয়ে থাকে। তাদের মাঝে বিনয় থাকে আর কোন বিষাক্ত উপকরণ যেন তাদের সত্তায় না থাকে। সকল মানবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন যেন তাদের নীতি হয় আর তারা যেন খোদা তা'লাকে ভয় করে। নিজেদের মুখ, হাত এবং চিন্তাভাবনাকে সকল প্রকার অপবিত্রতা এবং নৈরাজ্যমূলক পথ ও খিয়ানত থেকে যেন রক্ষা করে। পাঁচ বেলার নামাযকে অতিশয় আবশ্যকীয় জ্ঞান করে প্রতিষ্ঠিত রাখে আর অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন, আত্মসাৎ, ঘুষ, অধিকার হরণ এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্ব থেকে যেন বিরত থাকে। অর্থাৎ মানুষের অধিকার হরণ করা, অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা এবং এর কারণে কারো ক্ষতি

করা- এসব থেকে বিরত থাক। আর কোন অসৎ সঙ্গ যেন অবলম্বন না করে। অর্থাৎ মন্দ সঙ্গ পরিহার কর। যুবকদেরও স্মরণ রাখা উচিত আর সন্তানের পিতামাতাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের সন্তানরা যেন কোন মন্দসঙ্গীর সাথে উঠাবসা না করে, নতুবা তারাও তেমনই হয়ে যাবে। কখনো কখানো জানা যায় না যে, সঙ্গ কেমন, তাই তিনি বলেন, যদি পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, এক ব্যক্তি, যে তাদের কাছে আসা যাওয়া করে এবং তাদের সাথে উঠাবসা করে ও দেখা সাক্ষাৎ হয় এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার নির্দেশ পালনকারী নয় বা বান্দার অধিকার প্রদানের বিষয়ে কোন পরোয়া করে না, বা অত্যাচারী ও মন্দপ্রকৃতিসম্পন্ন এবং অসৎ, এমন ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো, সেই পাপকে নিজের মাঝ থেকে দূর করা, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। এক আহমদীর ভালো সমাজ বা ভালো সঙ্গ হওয়া উচিত। তিনি বলেন, এমন ব্যক্তিকে এড়িয়ে চল যে ভয়ঙ্কর। কোন ধর্ম বা জাতি বা দলের লোকের ক্ষতি করার চেষ্টা করো না; অর্থাৎ কারো ক্ষতি করবে না। যে ধর্মেরই লোক হোক, যে জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হোক, যে দলের সাথেই সম্পৃক্ত হোক, তোমাদের হাতে কারো ক্ষতি হওয়া উচিত নয়। আর সবার জন্য প্রকৃত অর্থে শুভাকাঙ্ক্ষী হও। পরামর্শ যদি দিতে হয় তাহলে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর ন্যায় পরামর্শ দাও। অর্থাৎ তোমাদের কথা এবং কর্ম এমন হওয়া উচিত যেন সেই পরামর্শেরও প্রভাব পড়ে আর কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব যেন না থাকে। তিনি (আ.) বলেন, অনিষ্টকারী, লম্পট, নৈরাজ্যবাদী এবং নোংরা স্বভাবের লোকদের কোনভাবেই তোমাদের বৈঠকাদিতে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত নয় আর তোমাদের বাড়িতেও যেন (তারা) থাকতে না পারে, নতুবা তারা যে কোন সময় তোমাদের স্খলনের কারণ হবে। তিনি (আ.) বলেন, আমার জামা'তের মধ্য হতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এসব সদুপদেশের ওপর আমল করা আবশ্যক হবে। আর তোমাদের বৈঠকাদিতে অপবিত্রতামূলক এবং হাসি-বিদ্রুপের আসর যেন না বসে। এছাড়া পবিত্র হৃদয়, পূত প্রকৃতি ও পবিত্র মন-মানসিকতার অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ কর। অন্যায়ভাবে কারো ওপর আক্রমণ কোরো না আর প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। ধর্মীয় বিষয়ে কোন সংলাপ বা আলোচনা হলে নম্র-ভাষায় এবং ভদ্রভাবে তার সাথে আলোচনা করো। যদি কেউ অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করে তাহলে সালাম বলে এমন বৈঠক থেকে উঠে যাও বা প্রস্থান কর। খোদা তা'লা তোমাদেরকে এমন এক দলে পরিণত করতে চান যারা গোটা বিশ্বের জন্য পুণ্য ও সততার (ক্ষেত্রে) আদর্শস্থানীয় হবে। তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং সত্যিকার অর্থেই পবিত্রমনা, নিরহংকারী এবং খোদাভীরু হও। তোমরা পাঁচবেলার নামায এবং নৈতিক অবস্থার নিরিখে শনাক্ত হবে। অর্থাৎ তোমাদের পরিচয় হলো, তোমরা নিয়মিত পাঁচবেলা নামায আদায়কারী আর তোমাদের চরিত্র ভালো। এ বিষয়গুলো যদি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে মনে করতে পার যে, তোমরা বয়আতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছ। তিনি (আ.) বলেন, যার মাঝে পাপের বীজ রয়েছে সে এই উপদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। অর্থাৎ এই যে উপদেশ আমি দিচ্ছি, যার অন্তরে পাপের বীজ রয়েছে সে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের দাবি যথাযথভাবে পুরণের তৌফিক দান করুন। আমরা যেন তাঁর উপদেশাবলী এবং প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি আর এই জলসা থেকে যথাসাধ্য লাভবান হয়ে নিজেদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক

এবং জ্ঞানগত অবস্থাকে সুন্দরতর করতে সক্ষম হই এবং এসব পুণ্য যেন আমাদের মাঝে স্থায়ী হয়। (আমীন)